দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, প্রকাশকাল মে ২০২৪

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৭২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগে সাড়াপ্রদানসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর-ই ধারাবাহিকতায় বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র পরিবারের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহোযগিদের সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে টেকসই কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন একটি দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১: এর সুফল সবাইকে পৌঁছে দিতে হবে

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২২ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ ঘোষণা করেছেন। এই স্মার্ট বাংলাদেশ হবে, উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সমাজ যেখানে দেশের প্রান্তের সাথে কেন্দ্রের কানেকটিভিটি (সংযোগ) তৈরি হবে।

১. স্মার্ট বাংলাদেশ কী?

স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা। স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ভিত্তি বা পিলার হচ্ছে চারটি। এগুলো হচ্ছে-

১. **স্মার্ট নাগরিক**
২. **স্মার্ট অর্থনীতি**
৩. **স্মার্ট সরকার**
৪. **স্মার্ট সমাজ**

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হবে। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রুপান্তর করা হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি নিশ্চিত করা গেলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা সহজ হবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এক কথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন, স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' করেছে বাংলাদেশ সরকার।

স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন প্রতিষ্ঠা ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট বাংলাদেশ রোডম্যাপের চারটি পিলার ছাড়াও 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' বাস্তবায়নে ১৪টি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত এসেছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর তৃতীয় সভা থেকে; যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২২ সালের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় সরকার এখন ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে কাজ করছে। শহরে ও গ্রামে বসবাসরত মানুষের জন্য উন্নত, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট বাণিজ্য, স্মার্ট পরিবহন ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, স্মার্ট সিটি বলতে এমন এক নগরায়নকে বুঝায় যেখানে ন্যুনতম পরিবেশগত প্রভাব নিশ্চিত করে নাগরিকদের জন্য উন্নততর জনবান্ধব সেবা প্রদানে আধুনিক প্রযুক্তিগুলোকে কাজে লাগানো হবে। স্মার্ট সিটিতে অনেকগুলো উপাদান থাকলেও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত স্মার্ট সিটি কাঠামোতে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন, জননিরাপত্তা, ইউটিলিটি এবং নগর প্রশাসনসহ মোট ৫টি উপাদান এবং পরিষেবাকে গুরুত্বপূর্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, স্মার্ট ভিলেজ বলতে এমন এক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উন্মুক্ত উদ্ভাবনী প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিকরা বিশ্ব বাজারে সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিভিন্ন সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে উন্নত করা, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বিকাশে স্মার্ট ভিলেজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২. কেমন হবে স্মার্ট বাংলাদেশ?

স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে জানতে চাইলে, সরকারের স্মাট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সহযোগী সংস্থা একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ইনোভেশন, মানিক মাহবুব জানান, স্মার্ট বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের চেয়ে দশগুণ উন্নত সেবা, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট (এ আই) বা ডট পার ইঞ্চি (ডিপিআই) এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ নিজের ভাষা ব্যবহার করেই তার প্রয়োজনীয় তথ্য বা সেবা নিতে পারবেন। যেমন, এখন জাতীয় সেবা কলসেন্টার-৩৩৩ এ ফোন করে সেবা বা সার্ভিস নিতে ম্যানুয়ালি একজন মানুষের সাথে কথা বলে সেবাটা নিতে হয়। কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশে একজন মানুষ নিজের ভাষায় ফোন করে তার তথ্য বা সেবাটা চাইবেন আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্ট বা ডিপিআই এর মাধ্যমে গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে সেবাটা পাবেন। এখানে কোনো মানুষ সরাসরি কাজ করবে না। তবে এগুলো এখনও পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে । বাস্তবায়নে সময় লাগবে কারণ এর জন্য মাঠ পর্যায়ে অনেক কাজ করতে হবে।

আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ কেমন হবে জানতে চাইলে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্ট-বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর অধ্যাপক গাজী মুনির উদ্দিন জানান, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যারের সাথে আমাদের অবকাঠামো ও দক্ষ মানুষ দরকার হবে । এগুলোর মধ্যে মানুষকেই আসল ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যথায় সব প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে না আর একজন সত্যিকারের মানুষ তৈরির জন্য তাদেরকে কেবল প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুললেই হবে না তাদেরকে মানবিক মানুষ হিসেবেও তৈরি করতে হবে।

৩. স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প -২০৪১ এ গ্রামীণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করবে?

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুযায়ী, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি ১৯ লাখে। ইতোমধ্যেনোয়াখালী জেলার হাতিয়াসহ অন্যান্য উপজেলায় জিডিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এমনই একজন মানুষ হাতিয়া উপজেলার তমরুদ্দি গ্রামের মো: আরিফ।

মো: আরিফ (৩৮) ২০০৮ সাল থেকে মাছের চাষ করছেন। নিজের ৫টি পুকুর ছাড়াও লিজ নিয়েছেন আরও ১৬টি পুকুর। বছরে মাছ বিক্রি করে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার। ১৫-১৬ লাখ টাকা খরচের পর লাভ থাকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। তার মাছের খামারে স্থায়ীভাবে কাজ করছেন ২৬ জন মানুষ এছাড়া মাছ ধরা বা ছাড়ার সময় আরও বেশি লোক নিতে হয় তার।

কিভাবে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ হলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রথমে চাচার মাছের পুকুর দেখে উৎসাহিত হয়ে শুরু করেন কিন্তু পরে নিজে ইউটিউবে দেখে, তথ্য নিয়ে এই খামারকে বড় করেছেন। কোথায় গেলে ভালো পোনা পাওয়া যাবে, কিভাবে পুকুর রেডি করতে হবে, কখন মাছ তুলতে হবে, মাছের রোগ বালাই সম্পর্কে আমি মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য নেই। মাছ বিক্রি সম্পর্কে তিনি জানান, আমরা এখনও সাধারণভাবে পাইকারদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেই মাছ বিক্রি করি। কিন্তু রেন্যু পোনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মোবাইলে দেখে নেই কোথায় গেলে ভালো পোনা পাবো। তবে মোবাইলের মাধ্যমে তথ্য দিয়ে এই মাছ হাতিয়ার বাইরেও বিক্রি করা সম্ভব।

স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট ভিলেজ কেমন হবে, এ বিষয়ে ড. ওয়াদুদ আলিম, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি আইন উদ্দিন কলেজ, ফরিদপুর বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসবে। শিক্ষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার, সেমিনার বা গবেষণা কার্যক্রম এ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুর রহমান বেলায়েত স্মৃতি কর্ণার এর নামফলক উন্মোচন করেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প-২০৪১ ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি -২০৩০ এর সাথে ও সংস্থার কার্যক্রমের সামঞ্জস্যকরণের প্রয়াস নিয়েছে। এই কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো গত "১৫ এপ্রিল ২০২৪ হাতিয়ায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" ও "বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদুর রহমান বেলায়েত' স্মৃতি কর্ণার" উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী ''স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংস্থার প্রয়াসের শুভ সূচনা করেন। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প। এটা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপরেখা। তাই সকল স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের প্রতি আমি এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। উক্ত অনুষ্ঠানে হাতিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন কমান্ডারগণ, শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় ৩০০ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম।

অংশগ্রহণ করতে পারবেন ঘরে বসেই। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা গ্রামীণ মানুষের হাতের নাগালে এনে দেয়ার ক্ষেত্রে স্মার্ট ভিলেজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৪. স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প -২০৪১ বাস্তবায়নে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কীভাবে অংশগ্রহণ করছে?

স্মার্ট হাতিয়া বিনির্মাণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয়ে উল্লেখ করে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তি যোদ্ধা মো: রফিকুল আলম বলেন, স্মার্ট ভিলেজ নির্মাণে সংস্থা এরইমধ্যে কাজ শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে কিশোর, কিশোরী (স্বেচ্ছাসেবক) ও সদস্যদের নিয়ে দুটো ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সদস্য ও সেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে জানা ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পরামর্শ দেয়া শুরু হয়েছে। যদিও এই কর্মোদ্যোগ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ এখনও একটি রূপকল্প, এর রোডম্যাপ বাস্তবায়নে এখনও সময় লাগবে এক্ষেত্রে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যারের সাথে মানুষের দক্ষতা ও অবকাঠামো উন্নয়নকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে ।

তিনি আরও বলেন, আমরা ইতোমধ্যে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরা, অনলাইনে তাদের তথ্য সংযুক্ত করেছি। আমাদের প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য নিয়মিতভাবে সংস্থার ওয়েবসাইট ও ফেসবুকেপেজে দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা আছে আমাদের ওয়েবসাইট ও ফেসবুকপেজগুলোকে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগি করার।

৫. আরও কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে?

স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে আরও কোথায় কোথায় কাজ করতে হবে জানতে চাইলে বিআইডিএস এর গ্রাজুয়েটস স্কুল'স অব ইকোনোমিক্স এর উপপরিচালক ড. নজরুল ইসলাম জানান, স্মার্ট বাংলাদেশকে দরিদ্র ও গ্রামীণ মানব উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে স্থানীয় সরকার ও আইসিটি বিভাগের সমন্বয়ে সাধারণ মানুষের একটা ডাটাবেজ করতে হবে, যেখানে স্মার্ট ভিলেজ বাস্তবায়নে নির্ধারিত এলাকার বসবাসরত জনসংখ্যাকে বিবেচনায় নিয়ে ওই এলাকার জন্য মাস্টারপ্লান তৈরি করতে হবে, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও ম্যানপাওয়ারকে একসাথে কাজে লাগাতে পারলেই আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবো।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

১৭ই মার্চ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবেও উদযাপিত হয়। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি শাখায় দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সংস্থার ফাউন্ডেশন কার্যালয়ের কর্মীরা

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর বিশেষ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সংস্থার পরামর্শক ড. শাহাদাত হোসেন, সংস্থার কার্যকরী পর্ষদের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আরা ফেরদৌস মনিকা, সহসভাপতি আশ্রাফ উদ্দিন, সদস্য আমিনুর রসুল, নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলমসহ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সকলে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম ৭১-এ বঙ্গবন্ধুর হাতিয়া এবং মনপুরা ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের নির্মাতা। তিনি বাঙালিকে বিশ্বের বুকে একটি পরিচয় দিয়েছেন। দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সংস্থার অন্যান্য শাখায়ও আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় ।

ফাউন্ডেশন অফিসে উদযাপিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, হাতিয়া উপজেলাপরিষদ মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তক অর্পণ, মসজিদে ৬০ জন রোযাদারের জন্যে ইফতারের আয়োজন করা হয়। ইফতার শেষে মোনাজাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার শান্তি ও দেশের অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করা হয়।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২ এফএম-এ দিনব্যাপি বঙ্গবন্ধুর উপর বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

৭০০ জন মানুষ পেল বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন সেবা

প্রবীণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়া ও চোখের বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য গতকাল ২ মার্চ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, নোয়াখালী গ্রামীণ কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল ও ফ্যাকো সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

নোয়াখালী জেলার নিঝুম দ্বীপ ইউনিয়নের মানুষ এ ক্যাম্পে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশনসহ চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছেন। নোয়াখালী গ্রামীণ কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল ও ফ্যাকো সেন্টার, মাইজদী, নোয়াখালীতে এ চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ৮-৯ মার্চ নোয়াখালীর চানন্দি ও ধানসিঁড়ি ইউনিয়নের চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ চক্ষুসেবার উদ্বোধন করেন নোয়াখালী জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মিল্টন রায়। তিনি বলেন, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার এ সেবামূলক উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। এই উদ্যোগে অনেক দরিদ্র মানুষ চোখের আলো ফিরে পাবে। সমাজের সকল মানুষকেই দরিদ্র মানুষের জন্য সেবার হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা ড. মো. শাহাদাত হোসেন এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রফিকুল আলম।

সংস্থার ঋণ সমন্বয়কারী মো. তামজিদ উদ্দিন জানান, চক্ষু ক্যাম্পে এক থেকে দেড় হাজার চক্ষুরোগের সেবাপ্রার্থীরা উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন করছেন। এর মধ্যে ১২ জন নারীসহ ৩১ জনের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ৫০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে।

নিঝুম দ্বীপের একজন হত দরিদ্র মানুষ যিনি দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় বিনামূল্যে চক্ষু সেবা পেয়েছেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কারোর দানে পাওয়া নয়

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ও প্রমিন্যান্ট হাউজিং মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড ইউনিট এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মঙ্গলবার (২৬ মার্চ) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের প্রমিন্যান্ট হাউজিং প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধদিনের স্মৃতি স্মরণ করে বক্তব্য দেন। এ সময় বক্তারা বলেন, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস বাঙালি জাতির গৌরবের দিন, দীর্ঘ পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়, কারোর দানে পাওয়া নয়।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম

এ সময় হাউজিংয়ের ১২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক তুলে দেন। এছাড়া অদম্য মেধাবী ছাত্রী মনপুরার ইশরাত জাহান মিতু বক্তৃতা করেন। মিতু সুনামগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সরকারি মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি' প্রাপ্ত একজন অদম্য মেধাবী।

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মুক্তিযোদ্ধারা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শত্রু সেনাদের বিতাড়িত করতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন।' তৎকালীন ইপিআরের ওয়্যারলেস থেকে বঙ্গবন্ধুর সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় দেশের সর্বত্র। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণায় সেদিনই ঐক্যবদ্ধ সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোটা জাতি। এরপর ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ে ৩০ লাখ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।

সভায় ব্রিগেড ৭১ এর সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, সংস্থার কার্যকরী পরিষদ এর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আজহারুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুর রসুল বাবুল, সংস্থার উপদেষ্টা পরিসদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রব্বানী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহর আলী ও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সহ-সভাপতি আশরাফ উদ্দিন বক্তৃতা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জিন্নাত আরা ফেরদৌস, সংস্থার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি মো: আরফাকুল আলম ও প্রমিন্যান্ট হাউজিংয়ের সাধারণ সম্পাদক ডা. ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

রেডিও সাগর দ্বীপ (৯৯.২ এফএম) এর উপদেষ্টা কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত

গত ৬ই মার্চ ২০২৪ নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ভবন, হাতিয়ায় রেডিও সাগর দ্বীপ (৯৯.২ এফএম) এর দশম উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুরাইয়া আক্তার লাকী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, হাতিয়া, নোয়াখালী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন । সভাপতি মহোদয় এর অনুমতি ক্রমে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও রেডিও সাগর দ্বীপ (৯৯.২ এফএম) এর সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। সভায় সভাপতির সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন,

- বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ি, সরকারি নির্দেশনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন এ করণীয় নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা
- রেডিও সাগর দ্বীপ (৯৯.২ এফএম) এর মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবারহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস উন্নয়নে স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা
- শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও অন্যান্য সামাজিক আচরণ পরিবর্তনমূলক অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি ও সম্প্রচার করা
- ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রগামী জেলেদের জীবন রক্ষার্থে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পরিসেবা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণ

সভায় অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাতিয়া উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ইমরান হোসেন, হাতিয়া থানা তদন্ত কর্মকর্তা মো: সুদীপ্ত রেজা, হাতিয়া উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো: কেফায়েত উল্যাহ, সভায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার পরার্মশক ড. মো: শাহাদাত হোসেন ও ঋণ সমন্বয়কারী মো: তামজিদ উদ্দিন।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : পাপিয়া সুলতানা, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, ফারজানা হায়াত বৃষ্টি
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫
প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন: সালমান মোহাম্মদ ফারাবি, রেডিও সাগরদ্বীপ, হাতিয়া।

তীব্র গরমে শরীরে পানিশূন্যতা এড়াতে অতিরিক্ত পানি ও শরবত পান করতে হবে এবং বাইরে বের হওয়ার সময় পানি, শরবত বা স্যালাইনের বোতল বহন করতে হবে।